সংবাদ

তারিখ ... 30 JUN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ .....

শেরপুরে মাদ্রাসায় বোমা তৈরির সময় বিস্ফোরণ ॥ জনমনে প্রশ্ন

শেরপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শেরপুর শহরের নবীনগর এলাকায় অবস্থিত নবীনগর ফারুকিয়া দারুচ্ছালাম মাদ্রাসায় ২৮শে জুন রাত সাড়ে ১১টায় বোমা তৈরির সময় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ৪ জোড়া ব্যবহৃত সেন্ডেল, ১টি গামছা, বোমা তৈরির কাজে ব্যবহৃত স্কচটেপ, বারুদসহ ১টি ম্যাচ ও বোমার ধ্বংসাবশেষের কিছু স্প্লিন্টার উদ্ধার করেছে। তবে কেউ গ্রেফতার হয়নি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, শনিবার রাত সাড়ে ১১টায় শেরপুর শহরে হঠাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ হয়। পুলিশ বিস্ফোরণের উৎসস্থল খুঁজতে শহরময় ছড়িয়ে পড়ে। এ বিস্ফোরণের সময় নবীনগর ফারুকিয়া দারুচ্ছালাম মাদ্রাসার নির্মাণাধীন ৩য় তলায় কালো ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। ছাত্ররা এবং এলাকাবাসী এ সময় ছুটে এসে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখে পুলিশে খবর দেয়। সদর থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বোমা তৈরির সরঞ্জামাদি উদ্ধার করে।

সরজমিনে ঘটনাস্থলে উপস্থিত এএসসি (সার্কেল) আমির জাফর বলেন, বোমা তৈরির সময়ই এ বিস্ফোরণ ঘটে। আলামতগুলো অন্তত তাই প্রমাণ করে। ভবনের উত্তর-পূর্ব দিকের ১টি খোলা জানালা দিয়ে বের হয়ে সংলগ্ন সুপারি গাছ বেয়ে বোমাবাজরা বিস্ফোরণের পরপরই পালিয়ে যায়। ওই জানালার কার্নিশ থেকে ১ জোড়া সেন্ডেল, ১টি গামছা, ১টি কোরান শরীফ পাওয়া গেছে। বৃষ্টির কারণে সুপারি গাছ বেয়ে নিচে নেমে পালিয়ে যাওয়ার স্পষ্ট চিহ্নও দেখা যায়। ৩ জোড়া সেন্ডেল উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের দরজা থেকে উদ্ধার করা হয়।

সদর থানা ওসি তোফাজ্জল হোসেন বলেন, নবীনগর মাদ্রাসায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাটি পুলিশ গভীরভাবে গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করছে। এ ঘটনার সঙ্গে মাদ্রাসার ছাত্ররাই জড়িত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি এ বোমা বিস্ফোরণকে প্রশ্ন ঃ পৃঃ ২ কঃ ১

প্রশ্ন ঃ জনমনে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আনকোরা হাতের 'টেস্ট কেস' বলে অভিহিত করে বোমাটির আলামত দেখে ককটেল বোমা বলে ধারণা করছেন। তিনি আরও জানান, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ মাদ্রাসায় কতজন ছাত্র রয়েছে কিংবা কতজন রাত্রিযাপন করছে এ ব্যাপারে কোন হিসাব দিতে পারেননি। ঘটনাস্থল থেকে শনিবার রাতে ৬ ছাত্রকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে এলেও কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য না পাওয়ায় রাতেই তাদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

এদিকে এ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় শেরপুর শহরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এলাকাবাসী অনেকেই এ ঘটনার সঙ্গে নিষিদ্ধঘোষিত 'জামায়াতুল মুজাহিদিনের' সম্পৃক্ততার কথা বলেছেন।

এলাকার নামপ্রকাশ না করার শর্তে একাধিক সূত্র জানায়, মাদ্রাসার ৩ ছাত্র শনিবার বিকেলে নবীনগর মোড়ে এসে পটকা বানানো বাড়িটি কোথায় এ বিষয়ে খোঁজ করে। অন্য একটি সূত্র মতে, প্রতি বৃহস্পতিবার জোহরের নামাজ বাদে নবীনগর মাদ্রাসায় মুজাহিদ ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়। এতে করে এলাকাবাসীর ধারণা, এ মাদ্রাসার ছাত্ররাই এ বোমা বানানোর সঙ্গে জড়িত এবং বোমা বানাতে গিয়েই এ বিস্ফোরণ ঘটে। অন্য একটি সূত্র জানায়, ইসলামি ছাত্র মজলিশের কেন্দ্রীয় এক নেতা শুক্রবার শেরপুরে বিভিন্ন মাদ্রাসা সফর করার পরদিনই এ বোমার বিস্ফোরণ ঘটে।

অন্যদিকে, নবীনগর মহল্লা আ'লীগের কতিপয় নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করে বলেন, ঘটনাস্থলের ২শ' গজ দূরেই নবীনগর প্রাইমারি স্কুলে শনিবার সন্ধ্যা থেকে মহল্লা আ'লীগের কমিটি গঠনের কাজ চলছিল। ৩ দিন ধরে এ ব্যাপারে মাইকিং করে এ বিষয়ে প্রস্তুতি নেয়া হয়। কমিটি গঠনের কাজ শনিবার রাত ১১টায় শেষ হয়। প্রাইমারি স্কুলে আ'লীগের সভা ভণ্ডুলের জন্যও এটি তৈরির প্রক্রিয়া চলতে পারে, যে কারণে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে বোমাটি বিস্ফোরিত হয়েছে বলে তাদের ধারণা। এ ব্যাপারে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও মহল্লা আ'লীগের নেতৃবৃন্দ দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে, নবীনগর ফারুকিয়া দারুচ্ছালাম মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ রোববার বিকেল ৫টায় মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে এক সভায় আহ্বান করেছেন।